একাদশ অধ্যায়

পরিবহণ ও যোগাযোগ

[একটি উন্নয়নশীল দেশের প্রত্যাশিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো আধুনিক, টেকসই, নিরাপদ,সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ-বান্ধব পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়ন। উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো হিসেবে স্বীকৃত। ইতোপূর্বে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায় যন্ত্রচালিত ভূ-উপরিস্থ পরিবহণের মধ্যে সড়ক পরিবহণ টন-কিলোমিটারে শতকরা ৮০ ভাগের অধিক মালামাল এবং যাত্রী-কিলোমিটারে শতকরা ৮৮ ভাগের অধিক যাত্রী বহন করে। স্থির মূল্যে ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থূল দেশজ উৎপাদন-এ 'পরিবহণ ও যোগাযোগ' খাত (স্থল-পথ পরিবহণ; পানি পথ পরিবহণ; আকাশপথ পরিবহণ; সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগাযোগ উপ-খাত সমন্বয়ে গঠিত) -এর অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৫০ শতাংশ ও ৬.২৭ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশজ উৎপাদে এ খাতের অবদান ১১.৫৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৪৭ শতাংশ (বিবিএস সাময়িক হিসাব)। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। তাই পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে বিভিন্ন প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সড়ক ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। পরিবেশ- বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক সফলতা অর্জনে এবং পেশাগত জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালনার লক্ষ্যে অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস, সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌ-পথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। আকাশ পথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সাবমেরিন কেবল-এর মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে, যা হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো।]

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী, সুসংগঠিত ও আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাবে স্থূল দেশজ উৎপাদে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে 'পরিবহণ ও যোগাযোগ' খাত (স্থল পথ পরিবহণ; পানি পথ পরিবহণ; আকাশপথ পরিবহণ; সহযোগী পরিবহণ সেবা ও সংরক্ষণ এবং ডাক ও তার যোগাযোগ উপ-খাত সমন্বয়ে গঠিত)-এর অবদান ১১.৫৪ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার ৬.৪৭ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ও প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ১১.৫০ শতাংশ ও ৬.২৭ শতাংশ। বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলে পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতের উন্নয়ন অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বের নিরিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাসমূহ তাদের উন্নয়নমূলক তৎপরতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে।

সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক পথ যাত্রী ও মালামাল পরিবহণের অন্যতম অবকাঠামো। সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন শ্রেণির মোট ২১,৪৫৪ কিলোমিটার সড়ক রয়েছে। মোট সড়কের মধ্যে ১৭.০০ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২০.০০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬৩.০০ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে। তাছাড়াও সওজ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন প্রকারের ৪,৫০৭টি সেতু, ১৩,৭৫১টি কালভার্ট রয়েছে এবং বিভিন্ন স্থানে ৫০টি ফেরি ঘাটে বিভিন্ন প্রকারের মোট ১৫৩টি ফেরি যান রয়েছে। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(কিলোমিটার)

অর্থবছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা রোড	মোট
২০০১	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০২	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৩	৩০৮৬	১৭৫১	১৫৯৬২	২০৭৯৯
২০০৪	৩৭২৩	৪৮৩২	১৩৮২৩	২২৩৭৮
২০০৫	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৬	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৭	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৮	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৫৭১
২০০৯	৩৪৭৭	৪১৬৫	১৩২৪৮	২০৮৯০
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৭০	৪৩২৩	১৩৬৭৮	২১৪৬২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

২০১৩-১৪ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশি-বিদেশি সম্পদে বাস্তবায়নযোগ্য ১৩৭ টি বিনিয়োগ প্রকল্প, ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের সমন্বয়ে মোট ১৪০ টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৩,৫৯৭.৫২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৯.৬২ শতাংশ, বিগত অর্থবছরের উল্লিখিত সময়ে আলোচ্য কাজে ব্যয় হয়েছিল বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৯৪.৯০ ভাগ।

অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ২০১৩ সালে ৭৮৪.৪৭ কিলোমিটার সড়কে কার্পেটিংসহ সিলকোট এবং ২ হাজার ২৮৫ কিলোমিটার সড়কের মেরামত ও সিলকোটের কাজ করা হয়েছে। এ ছাড়া একই খাতে ১৪টি সেতু ও ১৬৩ কালভার্ট পুনর্নির্মাণের কাজ করা হয়েছে।

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় ১৩টি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রকল্প পিপিপি'র ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, জয়দেবপুর-দেবগ্রাম-ভূলতা-মদনপুর সড়ক (ঢাকা বাইপাস) ৪ লেনে উন্নীতকরণ ও হেমায়েতপুর-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ ৪ লেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পসমূহ উল্লেখযোগ্য। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সড়ক নেটওয়ার্কের সময়োচিত মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অব্যাহত অর্থ যোগান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে **সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড আইন, ২০১৩** প্রণয়ন করা হয়েছে। সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় জাতীয় মহাসড়কে Accident Black Spot চিহ্নিত করে ত্রুটিমুক্ত সড়ক ডিজাইন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

দেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে পল্লী অঞ্চলে উন্নত অবকাঠামোর ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামোসহ পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভায় অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে এলজিইডি কর্তৃক পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রম সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-২০২৫ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

অবকাঠামো উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়ন ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় এলজিইডি বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকে। এলজিইডি তার সূচনালগ্ন হতে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত প্রায় ৯৩,৭৩৪ কিঃমিঃ (উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রামীণ) সড়ক নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসনসহ উক্ত সড়কে ১২,০৯,৬১২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসন করেছে। এছাড়াও ১,৭০৪ টি গ্রোথ-সেন্টার, ১,৮৯৫ টি গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ২১,৮৫৯ কিঃমিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ, ২,৬৩২ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং প্রায় ৪,৮২,০৩৯ হেক্টর কমান্ড এরিয়া উন্নয়নসহ ফ্লাড কন্ট্রোল ড্রেনেজ ইরিগেশন (এফসিডিআই) অবকাঠামো নির্মাণ করেছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি'১৩ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহণ অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ নিম্নে দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	জুন ২০০৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮ -০৯	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১৪ (ফেব্রুয়ারি)	ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত
মাটির রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৫৮০৬৭	৬৫৭৩	৪২		-	-	-	-	৬৪৬৯১
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কিঃমিঃ)	৫০৭১৪	৫৮৭২	৫০৮৬	৩৭৬৯	৩২৭৭	৪০২৩	৪৯০৫	৪৮৩৫	৯৩৭৩৪
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৯২৫১৯১	৩৯৭২৮	৪০০৬৭	২৯৬০০	৩৩৮০০	২৯৩৬৩	২৬৪১৫	১৯৮৮৯	১২০৯৬১২

উৎসঃ এলজিইডি

অধিদপ্তরের আওতায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাসহ নগর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৫ টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান আছে। ঢাকা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সর্বোপরি নগরবাসীর জন্য দৃষ্টিনন্দন উপযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে হাতিরঝিল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিদপ্তর সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে। তাছাড়া খিলগাঁও ফ্লাইওভার ব্যবহারে নগরবাসীর অধিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে, যাত্রাবাড়ী প্রান্তে খিলগাঁও ফ্লাইওভার লুপ নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। অপরদিকে সৌদি ও ওপেক ফান্ড সহায়তায় ঢাকা শহরের মৌচাক-মগবাজার ইন্টারসেকশন হয়ে মহাখালী পর্যন্ত দীর্ঘতম ফ্লাইওভার নির্মাণের লক্ষ্যে "ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রিজ (সমন্বিত মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার)" নির্মাণ শীর্ষক ৭৭২.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ফ্লাইওভারটি নির্মিত হলে ঢাকা শহরের যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে ।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

সড়ক পরিবহণ খাতের সার্বিক তত্ত্বাবধান, ব্যবস্থাপনা ও সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সাল থেকে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) কাজ করে আসছে। দেশের যান্ত্রিক যানবাহনের রেজিস্ট্রেসন, উপযুক্ত সনদ প্রদানস্থ মোটর যান অধ্যাদেশে

বর্ণিত অন্যান্য রেগুলেটরি দায়িত্ব বিআরটিএ'র উপর ন্যস্ত। বিআরটিএ'র ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৭৭০ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৭০ শতাংশ)। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১,১৩১ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত প্রকৃত আদায় হয়েছে ৫৭৬ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৫০.৯১ শতাংশ। ২০০৩-০৪ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত বিআরটিএ-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় নিম্নের সারণি ১১.৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ-র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার (%)
২০০৩-০৪	২৪০	২৪৫	১০২.০২
২০০৪-০৫	২৬৭	২৫১	৯৪.০৯
২০০৫-০৬	৩২৬	৩৩৫	১০২.৭৬
২০০৬-০৭	৩৮২	৪০১	১০৪.৯৭
২০০৭-০৮	৪৪১	৪৯০	১১১.১১
২০০৮-০৯	৫৫০	৬৪৭	১১৭.৬৪
২০০৯-১০	৬৬০	৬৪২	৯৭.৩৪
২০১০-১১	৮৭০	৬৮৫	৭৮.৭৪
২০১১-১২	৯০০	৬৪২	৭১.৩৪
২০১২-১৩	১১০০	৭৭০	৭০.০০
২০১৩-১৪*	১১৩১	৫৭৬	৫০.৯১

উৎসঃ বিআরটিএ, * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত

এ সেক্টরের শৃংখলা ও গতি আনয়নে বিআরটিএ ইতোমধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছেঃ

- National Road Safety Action Plan-এর আওতায় সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৯,৪৭০ জন পেশাজীবী গাড়িচালকদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- Land Transport Policy প্রণয়ন;
- হাই-সিকিউরিটি ড্রাইভিং লাইসেন্স ও হাই-সিকিউরিটি রেজিস্ট্রেসন ও ফিটনেস সার্টিফিকেট চালু;
- পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে ডিজেল চালিত বাস এর পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব সিএনজি চালিত বাস চলাচল উৎসাহিতকরণ, ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীতে সিএনজি থ্রি-হুইলার ও ট্যাক্সি ক্যাব এর ভাড়া পুনঃনির্ধারণপূর্বক মিটার সংযোজন বাধ্যতামূলককরণ;
- পরিবেশ রক্ষার্থে ক্ষতিকর পলিউশন ডিটেকটিভ মোবাইল ভেহিক্যাল-এর মাধ্যমে কালো ধোঁয়া নির্গমণকারী যানবাহন চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- দুর্ঘটনা কবলিত যাত্রী ও পথচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য পেট্রোল পাম্প কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।
- মোটরযান কর ও ফি খাতের রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা সহজীকরণ ও অধিকতর স্বচ্ছতার লক্ষ্যে অন-লাইন ব্যাংকিং পদ্ধতি প্রবর্তন;
- বিআরটিএ'র রেকর্ডভুক্ত নয় এমন মোটরযানসমূহ সনাক্ত ও মোটরযান চুরি রোধকল্পে রেট্রো রিফ্লেক্টিভ নম্বর প্লেট ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- সড়ক ব্যবহার সম্পর্কে জন-সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচার –প্রচারণা ও সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন।

সেতু বিভাগ

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সৃষ্ট সেতু বিভাগের মূল কাজ হলো ১৫০০ মিটার ও তদুর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করা। নিম্নে সেতু বিভাগের আওতায় এ যাবৎ গৃহীত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হ'লঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

১৯৯৮ সালে নির্মিত বঙ্গবন্ধু সেতু দেশের উত্তরাঞ্চলে যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন মাইলফলক। এ সেতুর উপর দিয়ে সড়ক ও রেলপথের সুবিধা ছাড়াও বিদ্যুৎ, গ্যাস এবং ফাইবার অপটিক টেলিফোন লাইন স্থাপিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি ঐ অঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। বঙ্গবন্ধু সেতু থেকে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের অঙ্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ অথ র্বছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের অঙ্ক সারণি ১১.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৪: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের হার (%)
২০০৪-০৫	১১৭.৬০	১৫০.৪৩	১২৭.৯১
২০০৫-০৬	১৩১.১১	১৫৫.৭৪	১১৮.৭৮
২০০৬-০৭	১৪৬.১৯	১৭১.৫০	১১৭.৩১
২০০৭-০৮	১৬৩.০৩	১৯৯.৫৫	১২২.৪০
২০০৮-০৯	১৮১.৫৩	২১২.৪৫	১১৭.০০
২০০৯-১০	২৩০.০০	২৪৩.৯৩	১০৬.০০
২০১০-১১	২৬০.০০	২৬৭.৬৬	১০২.৯৪
২০১১-১২	৩১২.২১	৩০৪.৬৬	৯৭.৫৮
২০১২-১৩	৩৩৫.৪০	৩২৫.২০	৯৬.৯৬
২০১৩-১৪*	৩৫৮.৯৮	১৮০.০২	৫০.১৫

উৎসঃ বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষ * জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ।

পদ্মা সেতু

বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে সাফল্যের পর সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এর জন্য ব্যয় হবে ২০ হাজার ৫০৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকা; এরই অংশ হিসেবে মূল সেতু, নদী শাসন, সেতুর উভয় প্রান্তের সংযোগ সড়ক এবং ব্রিজ এন্ড ফ্যাসিলিটিস-এর বিস্তারিত ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে মাটি ভরাটের কাজ শেষ হয়েছে। তাছাড়া মাওয়া ও জাজিরা পারের সার্ভিস এরিয়া এবং মাওয়া পারের কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের মাটি ভরাটের কাজ শেষ হয়েছে। ঠিকাদার নিয়োগ চূড়ান্ত করে ২০১৪ সালের মধ্যেই পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে বরিশাল, পটুয়াখালী, খুলনা, যশোর, শরিয়তপুর, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুরস্থ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের উত্তরাঞ্চলের একটি উন্নত যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে। সেতুটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি এ সেতু উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনসহ

জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে প্রস্তাবিত এ সেতু এশিয়ান হাইওয়ে (AH-1)-তে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থার পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে

ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে সরকার হযরত শাহ জালাল (রহঃ) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৮,৯৪০.১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে পিপিপি ভিত্তিতে প্রায় ৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ।

ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা মহানগরীর পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, পরিকল্পিত, সমন্বিত ও আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর এবং নরসিংদী জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) গঠন করা হয়েছে। ডিটিসিএ-এর উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হচ্ছে-ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনকল্পে কৌশলগত পরিকল্পনা এবং আন্তঃকর্তৃপক্ষ সহযোগিতা ও সমন্বয় করা, ঢাকায় একটি নিরাপদ সমন্বিত পরিবহণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবহারকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, জনসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও পরিবহণ সংশ্লিষ্ট সকলকে পরামর্শ প্রদান এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার বাস্তবায়িতব্য পরিবহণ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের চূড়ান্ত নকশা অনুমোদন।

Mass Rapid Transit Line-6

ঢাকা শহরে Mass Rapid Transit বা (*MRT) Line-6* (মেট্রো রেল) নির্মাণের লক্ষ্যে JICA এর অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মেট্রোরেল এর রুট উত্তরা ৩য় ফেইজ-পল্লবী-রোকেয়া সরণীর পশ্চিম পাশ দিয়ে খামারবাড়ী হয়ে ফার্মগেট-হোটেল সোনারগাঁও-শাহবাগ-টিএসসি-দোয়েল চত্বর-তোপখানা রোড-বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত বিস্তৃত। মেট্রোরেল এর দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ২০.১ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত ষ্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। এটি হবে বাংলাদেশের ১ম দ্রুতগতি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিবহণ ব্যবস্থা। এটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি ঘন্টায় উভয়দিকে আনুমানিক ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহণ করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা শহরের যাত্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত ও আধুনিক হবে, যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। প্রকল্পটি পরিচালনার জন্য Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) গঠন করা হয়েছে।

Bus Rapid Transit Line-3

Bus Rapid Transit বা BRT Line-3 বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে হযরত শাহজালাল (রঃ) বিমানবন্দর হতে মহাখালী-মগবাজার-রমনা-গুলিস্তান-নয়াবাজার-ঝিলমিল পর্যন্ত রুটের সমীক্ষা ও প্রাথমিক নকশা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২২ কিলোমিটার এবং প্রস্তাবিত ষ্টেশনের সংখ্যা ১৬টি। BRT Line-3 বাস্তবায়িত হলে উভয় দিকে ৩০ হাজার লোক প্রতি ঘন্টায় বিশেষ উন্নত মানের বাসের মাধ্যমে গন্তব্য স্থলে যাতায়াত করতে পারবে। JICA এর সহায়তায় ডিটিসিএ'র তত্ত্বাবধানে e-Ticketing এর জন্য Clearing House প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমানে বিআরটিসি-তে e-ticketing system চালু রয়েছে। Clearing House প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন পরিবহণ মাধ্যমে (BRTC/BR/MRT/BRT/Commuter Train/BIWTC/Private Bus Company etc) Smart Card দিয়ে ঝামেলামুক্ত ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ঢাকা বাস রুট নেটওয়ার্ক পুনর্বিন্যাসের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশে একটি সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকল্পে ১৯৬১ সালে এক অধ্যাদেশ বলে বিআরটিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবহণের ক্ষেত্রে মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে এ সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিআরটিসির উল্লেখযোগ্য অন্যান্য কার্যক্রম গুলো হলোঃ

- দেশে স্বল্প মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা ;
- বেসরকারি সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা বিকাশে সহায়তা প্রদান;
- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ভাড়ার মধ্যে থেকে গাড়ি পরিচালনা ;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সড়ক পরিবহণের ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি এবং
- সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত রাখার লক্ষ্যে স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারভেনশনাল ভূমিকা পালন করা;
- বাসের ইলেক্ট্রোনিক টিকেটিং সিস্টেম চালু; প্রভৃতি।

সারণি ১১.৫-এ ২০০৩-০৪ হতে জানুয়ারি'১৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্পোরেশ**নের** রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৫: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয় ব্যয়

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	আয়	অপারেটিং ব্যয়	অপারেটিং সারপ্লাস
২০০৩-০৪	৭০.৭১	৫৮.৩৭	১২.৩৩
২০০৪-০৫	৭৫.৪৫	৬২.২৮	১৩.১৭
২০০৫-০৬	৮৮.৩২	৭৮.৫৮	৯.৭৩
২০০৬-০৭	৯২.৫২	৮৫.৯৬	৬.৫৬
২০০৭-০৮	১০৫.২৭	৯৫.৮৮	৯.৩৯
২০০৮-০৯	১০৬.২৬	৯৭.৮৫	৮.৪১
২০০৯-১০	১০৬.৯৬	৯৩.৮৮	১৩.০৮
২০১০-১১	১২১.৩৫	১১২.৮৯	৮.৪৫
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪*	১৪০.৩৮	১৩৫.১৯	৫.১৯

উৎসঃ বিআরটিসি *ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ।

বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে আর্থিক দিক থেকে লোকসানি এ প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে গতিশীলতা, দক্ষতা ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

২০০৯-২০১৩ সাল পর্যন্ত বিআরটিসি'র বাসবহরে বিভিন্ন ধরণের ৯৫৮টি নতুন বাস সংযোজিত হয়েছে। তার মধ্যে ৫৩০টি পরিবেশবান্ধব সিএনজি বাস, ২৯০টি দ্বিতল বাস, ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস ও ৮৮টি একতলা এসি বাস রয়েছে। দেশে সর্বপ্রথম ৫০টি আর্টিকুলেটেড বাস চালুর মাধ্যমে বিআরটিসি যাত্রীসেবায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে। মহিলাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২০টি বাসের মাধ্যমে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুরের বিভিন্ন রুটে বিশেষ মহিলা বাস সার্ভিস সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে বিআরটিসি বাস সার্ভিসে ৩টি রুটে মোট ৫৮টি টিকিট কাউন্টারের মাধ্যমে *ই-টিকেটিং* সেবা প্রদান করা হচ্ছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা সংযোজন করা হয়েছে। ঢাকাস্থ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে পূর্বের চেয়ে প্রায় ২০ শতাংশ অধিক রুটে বিআরটিসি'র যাত্রী সেবার আওতায় আনা হয়েছে। ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ৪০১ টি রুটে বিআরটিসি বাস চলাচল করছে। অস্থিতিশীল এবং ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতেও জনস্বার্থে বিআরটিসি যাত্রী সেবা এবং পণ্য পরিবহণ কার্যক্রম চালু ও

অব্যাহত রেখেছে। দক্ষ চালক ও মেকানিক সৃষ্টির লক্ষ্যে বিআরটিসি'র ১৭টি কেন্দ্র রয়েছে। দক্ষ জনবল ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে একটি ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজ চলছে।

রেল যোগাযোগ

যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়ে একটি পরিবেশ-বান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের রেল লাইনের দৈর্ঘ্য ২,৮৭৭ কিলোমিটার (ব্রড গেজ-৬৫৯ কিঃমিঃ, ডুয়েল গেজ-৪১০ কিমি এবং মিটার গেজ-১,৮০৮ কিমি)। বঙ্গবন্ধু সেতুর উপর জামতৈল হতে জয়দেবপুর পর্যন্ত নির্মিত ডুয়েল গেজ রেল ট্র্যাক পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ৪৬ টি প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৩,৯৫১.২৭ কোটি টাকা। ২০০১-০২ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের সারণি ১১.৬ এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি ১১.৬: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থবছর	যাত্রী পরিবহণ কিমি হিসাবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহণ টন কিমি হিসাবে (মিলিয়ন)	*রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
২০০১-০২	৩৯৭১.৮৪	৯৫১.৮২	৪৯০.১০	৫৩৫.৪৮
২০০২-০৩	৪০২৪.২০	৯৫১.৯৮	৫২২.৭১	৫৮৬.৭১
২০০৩-০৪	৪৩৪১.৪৭	৮৯৫.৫০	৪৯৭.৫৭	৬৩৯.৪০
২০০৪-০৫	৪১৬৪.১৩	৮১৬.৮১	৫৪৪.৯৪	৬৯৫.০৮
২০০৫-০৬	৪৩৮৭.৪৪	৮২০.৪৮	৫৫১.২৮	৯৬০.১৭
২০০৬-০৭	৪৫৮৬.০৩	৭৭৫.৫৭	৫৫৫.২৪	৯৩৩.১২
২০০৭-০৮	৫৬০৯.২৪	৮৬৯.৫০	৬৭৪.২৫	১০৮৮.৫৪
২০০৮-০৯	৬৮০০.৭৩	৮০০.১৫	৭৩৭.৯২	১১৭২.৭৪
২০০৯-১০	৭৩০৫.০০	৭১০.০০	৬৭৩.১৬	১২৫৭.২০
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৭৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪৬	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.০০	৫২৫.০০	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪*	৪৭৩২.৩৪	৪২২.৮১	৩৫২.৪৭	৭৮১.৮৮

উৎসঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় *জানুয়ারি'১৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে বাণিজ্যিক ও আর্থিক দিক থেকে সফল করা এবং পেশাগত দক্ষতার সাথে পরিচালনার লক্ষ্যে এ প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন অর্পণ ও এর পরিচালনা কাঠামো পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এডিবি'র সহায়তায় অর্গানাইজেশনাল রিফর্মস শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় রেলওয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণের বিশেষ কার্যক্রমসহ নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছেঃ

- স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ ও নিয়মিত অবসর গ্রহণের মাধ্যমে কর্মচারী সংখ্যা ৫৮,০০০ হতে ২৭,৯৭১ তে হ্রাস;
- অলাভজনক শাখা লাইন, স্টেশন, ওয়ার্কসপ, সেড ইত্যাদি এবং অলাভজনক যাত্রিবাহী গাড়ি বন্ধ করা;
- পাবলিক সার্ভিস অবলিগেশন (পিএসও) চালু করা;
- বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ট্যারিফ নির্ধারণ এবং
- রেলওয়ের কার্যক্রমে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণ।

রেলওয়ে খাতের সার্বিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য এডিবি'র সহায়তায় ২,৩৫১.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে "বাংলাদেশ রেলওয়ে সেক্টর ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের কার্যক্রম গুলোর মধ্যে রয়েছেঃ (ক) সিগন্যালিংস্থ টংগী-

ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ এবং (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার। এ সকল কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যাপক সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েকে যুগোপযোগীকরণ এবং আধুনিকায়ন প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কে ৬টি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত মডিউলে বিন্যস্ত করে সমন্বিতভাবে এ মডিউলগুলো অনুসরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়েকে গ্রাহকমুখী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা; লাইনস অব বিজনেসে পুনর্গঠনকরণ; সম্পদ রেজিষ্টার প্রস্তুতসহ আর্থিক, প্রশাসনিক ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ প্রভৃতি উদ্যোগ গ্রহণ করা হযেছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কারে প্রয়োজনীয় আইনি সহায়তা প্রদানেরও উদ্যোগ এ প্রকল্পে গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সরকারি মালিকানাধীন কার্যকর কর্পোরেট সংস্থায় পরিণত হবে।

নৌ-যোগাযোগ

নৌ-পথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। অভ্যন্তরীণ নৌ-রুটগুলোর ড্রেজিংয়ের এক বৃহৎ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। দেশের ভৌগলিক সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার সোনাদিয়ায় গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপিত হলে ভারত, চীন ও মায়ানমারস্থ এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের পাশাপাশি দেশের দক্ষিণাঞ্চলে তৃতীয় সমুদ্র বন্দর স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী নৌ-পরিবহণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নয়টি সংস্থা রয়েছে। এগুলো হলোঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিত্র), বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন (বিআইডব্লিটিসি), বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি), মেরিন একাডেমী এবং ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সিটিটিউট। এ সংস্থাগুলোর মধ্যে কতিপয় সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে এ বন্দরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল, আধুনিক এবং দক্ষ করার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বন্দরের কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রুপান্তর করার লক্ষ্যে CTMS (Computerized Container Terminal Management System) ও VTMIS (Vessel Traffic Management Information System) প্রবর্তন করা হয়েছে। তৈল জাতীয় পণ্য খালাসের জন্য ডলফিন জেটি নির্মাণ, পরিবেশে ব্যবস্থাপনা ইউনিট চালুসহ Bay Cleaner-1 ও 2 নামে ২টি বজ্য সংগ্রহকারী জাহাজ ক্রয়, সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। বন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুসংহত করার লক্ষ্যে CCTV, UVIS, Proximity Based ID Card, Two Stage Gate Control System, Scanner Machine X-Ray Scanner এর প্রবর্তন করা হয়েছে।

নিম্নের সারণি ১১.৭ এ ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৭: চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০১-০২	৫৩১.৩৭	৩৫১.০১	১৮০.৩৬
২০০২-০৩	৫৩০.৬৬	৩৭৩.৭৫	১৫৬.৯১
২০০৩-০৪	৫৫৭.৩৬	৩২৫.৬০	২৩১.৭৫
২০০৪-০৫	৬৪৯.৭৮	৩১৯.৬৫	৩৩০.১৩
২০০৫-০৬	৭৪১.১৩	৩৭৬.১১	৩৬৫.০২
২০০৬-০৭	৮৩০.০২	৪৫১.২৬	৩৭৮.৭৬
২০০৭-০৮	১০৫৭.০৪	৪৪৭.১৬	৬০৯.৮৮
২০০৮-০৯	১১৩৩.৭২	৪৫৭.৫১	৬৭৬.২১
২০০৯-১০	১১৫৫.৩৫	৬২৪.৭৮	৫৩০.৫৭
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫০৮.৯৩	৬৬৪.৬৫	৮৪৪.২৮
২০১২-১৩	১৫৭৮.৯৪	৮০২.৫৯	৭৭৬.৩৫
২০১৩-১৪*	৮২৬.৪৭	৬৪৬.৩৪	১৮০.১৩

উৎসঃ চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ *ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত বন্দর হিসেবে বাংলাদেশের দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা বন্দরের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সামুদ্রিক বন্দর মংলা-এর উন্নয়নের জন্য ৩টি উন্নয়ন প্রকল্প ও ২টি উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন আছে। প্রকল্পগুলোর অধীনে ৬৮ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং এবং আনুসংগিক সুবিধাদিসহ ১টি ড্রেজার নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়া ১টি কার পার্কিং ইয়ার্ড এবং মংলা বন্দরের বিভিন্ন স্থাপনায় সোলার প্যানেল স্থাপনের কাজ চলছে।

এ বন্দরে ৩৫,৭৫২ বর্গ মিটার এলাকায় বিস্তৃত ৩টি কন্টেইনার ইয়ার্ডে এক উচ্চতায় ২,১৮০ টিউজ (TEUs) কন্টেইনার সংরক্ষণ এবং ৪টি ট্রানজিট শেড ও ২টি ওয়ারহাউজে ৩৩,২৫৮ মেট্রিক টন কার্গো গুদামজাতকরণের সুবিধা রয়েছে। বিদ্যমান সুবিধায় মংলা বন্দর দেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং নেপাল ও ভারতের সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় বাণিজ্য সেবা প্রদান করতে সক্ষম। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত এ বন্দর দিয়ে মোট ২৩.১০ লক্ষ মেট্রিকটন পণ্য, ২৬,৫৩৩ টিউজ কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করা হয়েছে এবং ৮১.৯০ কোটি টাকা রাজস্ব অর্জিত হয়েছে। সারণি ১১.৮: এ ২০০০-০১ হতে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত মংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হ'লঃ

সারণি ১১.৮: মংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/ লোকসান
২০০০-০১	৭৫.৮৬	৫৫.০৪	২০.৮২
২০০১-০২	৭০.৫৯	৫২.৭৫	১৭.৮৪
২০০২-০৩	৫৫.৮৯	৬১.৪০	-৫.৫১
২০০৩-০৪	৫১.৯৮	৫৭.৭৯	-৫.৮১
২০০৪-০৫	৪৫.৪৮	৫৭.১০	-১১.৬২
২০০৫-০৬	৪৭.২৫	৫৬.৬৪	-৯,৩৯
২০০৬-০৭	৪৯.৩৪	৫৫.৫৩	৬.১৯
২০০৭-০৮	৪৭.৭০	৪৭.৬৫	০.০৫
২০০৮-০৯	৫৮.৪০	৫৫.৪৩	২.৯৭
২০০৯-১০	৬৬.৪৯	৬৪.২২	২.২৭
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৪.৭৯	৭২.২৪	৩২.৫৫
২০১২-১৩	১২৩.৫৭	৯৩.২০	৩০.৩৬
২০১৩-১৪*	৮১.৯০	৫৯.৬২	২২.২৮

উৎসঃ মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ * ফেব্রুয়ারি ২০১৪পর্যন্ত।

মংলা বন্দর উন্নয়নের জন্য মোট ৪১৪.৯৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্পগুলির জন্য ৭২.৭৭ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পগুলি বাস্তবায়িত হলে এ বন্দর আরও দক্ষতার সাথে পরিচালিত হবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন আন্তর্জাতিক নৌ-পথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌ-বাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। পুরাতন ও অলাভজনক জাহাজের সংখ্যা বিক্রির পর এ সংস্থার অধীনে জাহাজের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩টিতে (১০টি সাধারণ পণ্যবাহী, ১টি কন্টেইনারবাহী ও ২টি লাইটারেজ ট্যাংকার)। বিএসসি তাদের জাহাজের এ বহরের সাহায্যে আমদানি-রপ্তানি পণ্যের মাত্র ৬-৭ শতাংশ পরিবহণ করতে সক্ষম। তবে মোট আমদানি ও রপ্তানিকৃত পণ্যের অধিকাংশ নিজস্ব জাহাজে বহন করা বিএসসির মূল লক্ষ্য। ২০০০-০১ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ১৩ পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	মোট আয়	মোট ব্যয় (অবচয় ও সুদ)	নীট মুনাফা (লোকসান)	অবচয় ও সুদ	অবচয় ও সুদ বাদে লাভ/ (লোকসান)
২০০০-০১	২১২.৫৯	২২৫.৪৯	(১২.৯০)	২৪.৭২	১১.৮২
২০০১-০২	২০০.৩৩	২০০.২১	০.১২	২০.০৫	২০.১৭
২০০২-০৩	২০৮.২০	২০৭.৬৪	০.৫৬	২১.১২	২১.৬৮
২০০৩-০৪	২৫৭.৪৯	২৪২.২৪	১৫.২৫	১৫.১২	৩০.৩৭
২০০৪-০৫	৩১৫.৬৯	২৮২.৪৪	৩৩.২৫	১৫.৩০	৪৮.৫৫
২০০৫-০৬	৩২৪.০৭	২৯৩.২০	৩০.৮৭	১৬.৩৮	৪৭.২৫
২০০৬-০৭	২৯৪.৪১	২৭৮.৪৫	১৫.৯৬	১৫.৯৮	৩১.৯৪
২০০৭-০৮	৪১৬.২৯	২৬৯.৬১	৪৬.৬৮	১৬.৭৩	৬৩.৪১
২০০৮-০৯	২৭৬.৭৪	২৮৭.০০	(১০.২৬)	১৮.৯৯	৮.৭৩
২০০৯-১০	২৭৩.২৫	২৫৯.৯১	১৩.৩৪	১৭.১৬	৩০.৫০
২০১০-১১	২৭৬.১৫	২৭৪.২৬	১.৮৯	১৪.৫৫	১৬.৪৪
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬	১৩.২৪	১৪.৭০
২০১২-১৩	১২০.৩৫	১৩৭.৬১	(১৭.২৬)	৪.৩৮	১২.৮৮
২০১৩-১৪*	১৭১.৩৬	১৫৪.৭৭	১৬.৫৯	৮.০০	২৪.৫৯

উৎস: বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, * ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত। বন্ধনির সংখ্যসমূহ লোকসান নির্দেশ করে।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন সরকারি মালিকানাধীন বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ সংস্থা। ফেরি সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং সিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদি সেবা প্রদানের জন্য বিআইডব্লিউটিসি'র অধীনে বর্তমানে ১৮২ টি জলযান রয়েছে।

বিগত ২ বছরে বিআইডব্লিউটিসি প্রায় ৩৮.০১ কোটি টাকায় ৪টি নতুন ফেরি, ৪টি পন্টুন, ৪টি ওয়াটার বাসসহ ১২ টি নতুন জলযান নির্মাণ করে বিভিন্ন সার্ভিসে নিয়োজিত করেছে। জলযানগুলো ফেরি ও যাত্রীবাহী সার্ভিসে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। ফেরি বহরে যানবাহন পারাপার ক্ষমতা ১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে । ৫টি প্রধান ফেরি রুটে প্রতিদিন গড়ে ৫,৫০০-৬,০০০ যানবাহন পারাপার সম্ভব

হচ্ছে। নির্মিত ৫টি ফেরি ও ৫টি পন্টুন পাটুরিয়া ও মাওয়া সেক্টরসহ অন্যান্য ফেরি ঘাটে ক্রমবর্ধমান হারে যানবাহন পারাপারে নিয়োজিত রয়েছে। ৪টি সি-ট্রাকের সংযোজনও বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে উপকূলবাসীর দৈনন্দিন যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি রো রো ফেরি, ২টি কে-টাইপ ফেরি, ৬টি রো রো পন্টুন পুনর্বাসন করা হয়েছে। বিআইডব্লিউটিসির জলযান বহরে নতুন জলযানের সংযোজন, পুনর্বাসন এবং আধুনিকায়নের ফলে সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০০-০১ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর, ১৩ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১০ এ বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের তথ্য দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১০ : বিআইডব্লিউটিসি-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	অপারেশনাল লাভ (+) লোকসান(-)	সুদ ও অবচয়	নীট লাভ/ নীট লোকসান
২০০০-০১	৮৮.৭২	৬৯.৬০	১৯.১২	১৬.১৮	২.৯৪
২০০১-০২	৯৯.৭৩	৭২.০৩	২৭.৭০	১৭.১৮	১০.৫২
২০০২-০৩	১০৯.৬১	৬৯.৯৯	৩৯.৬২	২১.০৪	১৮.৫৮
২০০৩-০৪	১১৮.১৬	৭০.৫৪	৪৭.৬২	২২.২৭	২৫.৩৫
২০০৪-০৫	১২১.৬১	৭৩.২০	৪৮.৪১	২১.৯১	২৬.৫০
২০০৫-০৬	১৩৪.০৫	৮৫.৫৭	৪৮.৩২	২১.১৪	২৭.১৮
২০০৬-০৭	১৪৭.৫৪	৯৯.১০	৪৮.৪৪	২০.১০	২৮.৩৪
২০০৭-০৮	১৬০.৮৬	১১৩.০৫	৪৭.৮১	১৯.৩১	২৮.৫০
২০০৮-০৯	১৭১.৭১	১৩৫.৯১	৩৫.৮০	১৭.৯৪	১৭.৮৬
২০০৯-১০	২০০.১৩	১৫০.১০	৫০.০২	১৮.২৯	২৮.৭৩
২০১০-১১	২১১.৯৮	১৫৩.৮০	৫৮.১৭	২১.১০	৩২.০৭
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৩৯	৪৬.২৯	২২.০০	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৬৮.১৩	১৯৪.৭৮	৭৩.৩৫	২১.৭৮	৪৯.৫৬
২০১৩-১৪*	১৩১.২৭	১০০.৩৪	৩০.৯২	১১.২২	১৮.৭০

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহণ কর্পোরেশন, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়, * ডিসেম্বর ২০১৩

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিভিন্ন মেয়াদি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অবলুপ্ত নৌ-পথ উদ্ধার ও বিভিন্ন নৌ-পথের নাব্যতা সংরক্ষণ, নিরাপদ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরসমূহের উন্নয়ন, ঢাকার চারপাশের নৌ-পথ সচলকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহণের অবকাঠামো সৃষ্টি, ডিজিটাল পদ্ধতিতে হাইড্রোগ্রাফিক চার্ট প্রণয়ন ইত্যাদি।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে মোট ৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এসব প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৪৯৬.৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অপরদিকে, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে একটি প্রকল্প (এডিপি-বহির্ভূত) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১৭৯.৪৪ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের রাজস্ব আয় হয় ২৬৩.১৮ কোটি টাকা। বিআইইডব্লিউটিএ-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১১ এ দেয়া হলো।

সারণি ১১.১১ : বিআইডব্লিউটিএ-র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট লাভ/নীট লোকসান
২০০৩-০৪	৭৯.৭৭	১০৬.১৭	২৬.৪১
২০০৪-০৫	৯২.৫৬	১১১.৫৮	১৯.০১
২০০৫-০৬	১১৭.১৫	১৩৪.৪৬	১৭.৩১
২০০৬-০৭	১২২.০৯	১৪২.৭২	২০.৬৩
২০০৭-০৮	১২০.২৯	১৩৭.৯৩	১৭.৬৩
২০০৮-০৯	১৬০.২২	১৬০.৫৩	-০.৩১
২০০৯-১০	১৭৫.৩৩	১৮২.৮৬	-৭.৫২
২০১০-১১	২২৮.০০	২২৯.৫৭	-১.৫৭
২০১১-১২	২৮৯.১৩	২৭৪.৬৯	১৪.৪০
২০১২-১৩	৩০৪.০২	২৮৪.৩৩	১৯.৬৯
২০১৩-১৪*	১১৯.১৫	১৩৬.০৯	-১৬.৯৩

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, * ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০০১-০২ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন-এর পরিমাণ সারণি-১১.১২ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি-১১.১২ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষের অর্থবছরভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	মোট	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন
২০০১-০২	২৯.১৫	৭.৬২	২১.৫৩
২০০২-০৩	৩০.৫৩	৯.৫৪	২০.৯৯
২০০৩-০৪	৩২.১৮	১৩.৭১	১৮.৪৭
২০০৪-০৫	৩৪.৭২	১৫.৮৭	১৮.৮৫
২০০৫-০৬	৬৪.৭৯	৫০.৫৯	১৪.২০
২০০৬-০৭	৩৬.৭০	১৬.২৮	২০.৪২
২০০৭-০৮	৩১.২৫	১৭.১৮	১৪.০৭
২০০৮-০৯	৩২.৪৬	৯.১১	২৩.৩৫
২০০৯-১০	৩৯.৯৬	৫.০০	৩৪.৯৬
২০১০-১১	৬৫.৭০	২৫.৫৪	৪০.১৬
২০১১-১২	৬৮.১০	২৪.৪৮	৪৩.৬২
২০১২-১৩	৯৬.৬৪	৫১.৯৮	৪৪.৬৬
২০১৩-১৪*	৭৪.৯৭	৩৫.১৪	৩৯.৮৩

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহণ কর্তৃপক্ষ * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ ২০০১ সনের ২০নং আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। স্থলপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সহজতর এবং উন্নততর করা স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠালগ্নে ১২টি স্থলবন্দর ঘোষণার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে আরো ৯টি শুল্ক স্টেশনকে স্থলবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বর্তমানে স্থলবন্দরের সংখ্যা ২১টি। তন্মধ্যে বেনাপোল, বুড়িমারী, আখাউড়া ও ভোমরা স্থলবন্দর নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার

স্থলবন্দর BOT ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। অবশিষ্ট বন্দরের কার্যক্রম শুরু করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ওয়্যারহাউজ, ওপেন স্টেক ইয়ার্ড, রপ্তানি ও প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ; ওয়েব্রিজ স্কেল নির্মাণ প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেনাপোল স্থল বন্দর এবং ভোমরা স্থল বন্দরসমূহের উন্নয়ন ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথাক্রমে ৫১.৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ''বেনাপোল স্থল বন্দর আধুনিকীকরণ'' এবং ২০.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ''ভোমরা স্থল বন্দর উন্নয়ন'' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্প দুটি বাস্তবায়নের ফলে বেনাপোল স্থল বন্দরের ধারণ ক্ষমতা ৩০,০০০ মেট্রিক টন হতে ৩৬,০০০ মেট্রিক টনে উন্নীত হবে এবং ভোমরা স্থল বন্দরে ৫,৪০০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সৃষ্টি হবে। কাজে গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের স্বার্থে বেনাপোল স্থল বন্দরকে অটোমেশনের আওতায় আনার পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। ২০০১-০২ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি-১১.১৩ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ১১.১৩ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০০১-০২	৫.২২	২.৭৫	২.৪৮
২০০২-০৩	৯.৮২	৭.৯০	১.৯৩
২০০৩-০৪	১০.৫২	১২.১৮	-১.৬৬
২০০৪-০৫	১৮.৫৯	১৬.০০	২.৫৯
২০০৫-০৬	৩৪.৯৬	১৮.৪৭	১৬..৪৯
২০০৬-০৭	২০.২৮	১৩.৫৫	৬.৭৩
২০০৭-০৮	২২.৬৬	২২.৭৩	-০.০৬
২০০৮-০৯	২৬.৭৪	২৪.৯৬	১.৭৮
২০০৯-১০	৩৩.৫২	২৬.২৯	৭.২২
২০১০-১১	৪১.২০	৩২.৬৩	৮.৫৭
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৭.২৯	৮.৪৯
২০১৩-১৪*	২৭.০০	২৭.৪৬	-০.৪৬

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ *ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত

সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর

নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর একটি সরকারি রেগুলেটরি সংস্থা। এ সংস্থা প্রধানতঃ বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় মৎস্য শিকারী, বিদেশগামী এবং বন্দরে আগমনকারী বিদেশি জাহাজের দুর্ঘটনামুক্ত চলাচল নিশ্চিতকরণ এবং বাংলাদেশি জাহাজের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করে থাকে। এ সংস্থার কার্যক্রম নৌ-নীতিমালা, নৌ-আইন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুসরণে সম্পাদিত হয়ে থাকে। নৌ-যান পরিচালনায় উপযোগী দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান করে এ অধিদপ্তর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। আন্তর্জাতিক নৌ-পথে চলাচলকারী সমুদ্রগামী জাহাজের অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ ও সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে যা বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অরগানাইজেশন (আইএমও)-এর হোয়াইট লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ কারণে বিশ্বের সকল দেশে বাংলাদেশি অফিসার ও নাবিকদের নৌ-যানে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নৌ-পথে বাংলাদেশি জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য "লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং(এলআরআইটি)" বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশি নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১০ সাল হতে "সী ফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল" আইডি কার্ড প্রদান চালু করা হয়েছে যা বাংলাদেশি নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরো সহজতর করেছে।

নৌ যানসমূহের রেজিস্ট্রেসন, সার্ভে, জাহাজি অফিসার ও নাবিকদের যোগ্যতা সনদ, পরীক্ষা ফি, বাতিঘর ফি, নৌ-আইন লংঘনের জন্য জরিমানা ইত্যাদি অধিদপ্তরের আয়ের মূল উৎস। ২০১২-১৩ অর্থবছরে অধিদপ্তরের আয় হয়েছে ১২.৭৪ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জানুয়ারি' ১৪ পর্যন্ত আয় হয়েছে ৯.৩৫ কোটি টাকা। ২০০১-০২ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি-১১.১৪ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ১১.১৪: সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০০১-০২	৩.৩৬	৬.৪৬	২.৫২
২০০২-০৩	৭.৩০	৬.৮৫	২.৮১
২০০৩-০৪	৮.২৩	৭.৫৩	২.৮৬
২০০৪-০৫	৯.৮২	৮.৩৭	২.৬৫
২০০৫-০৬	৯.৪০	৭.৩৫	৩.৭৩
২০০৬-০৭	৮.৪৫	৭.৪০	৩.৭১
২০০৭-০৮	৮.১৫	৮.০৩	৩.৬৬
২০০৮-০৯	৮.১৫	৯.৫৭	৫.৮২
২০০৯-১০	৯.১৪	১১.৬৬	৪.৬৮
২০১০-১১	১১.৫৭	১২.৫৪	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৪৭	১৩.২৬	৫.৫৭
২০১২-১৩	১৩.২১	১২.৭৪	৫.০৩
২০১৩-১৪*	১০.১৭	৯.৩৫	৩.৯০

উৎসঃ সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর * ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিমানের যাতায়াতের জন্য বিমান চলাচলের অবকাঠামো স্থাপন ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশের আকাশ সীমায় চলাচলকারী দেশি বিদেশি বিমানের সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বিমান বন্দর, এয়ারট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সার্ভিস ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করে থাকে। বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর পরিচালনা করছে। এছাড়াও ২টি স্টল পোর্ট রয়েছে।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আওতায় ১২টি বিমান বন্দর ও স্টল পোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমান বন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত সংস্থার ২০০০-০১ হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত আয়, ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ১১.১৫: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয় ও মুনাফার বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা
২০০০-০১	২০৭.৯৪	১০৩.৮৮	১০৪.০৬
২০০১-০২	১৯৭.৬৮	১০৮.৭৫	৮৮.৯৩
২০০২-০৩	২০১.০৪	১০৯.৯০	৯১.১৪
২০০৩-০৪	২১২.১৮	১৩৩.৩৬	৭৮.৮২
২০০৪-০৫	২১৮.৫৭	১৪১.২৬	৭৭.৩১
২০০৫-০৬	৩১৬.৬৭	১৭৯.১৮	১৩৭.৪৯
২০০৬-০৭	২৮৭.১৫	১৯৭.৪০	৮৯.৭৫
২০০৭-০৮	৩০১.৫০	২০৭.৫৪	৯৩.৯৭
২০০৮-০৯	৪১২.৪৯	২০৩.৬১	২০৮.৮৮
২০০৯-১০	৫৫১.১৫	২৫৮.২০	২৯২.৯৫
২০১০-১১	৫৯৫.১৯	৩১৫.৭৮	২৭৯.৪১
২০১১-১২	৭৩১.৮৭	৩৩৭.৪৩	৩৯৪.৪৪
২০১২-১৩	৭৮৩.২৪	৩৩৭.৮৬	৪৪৫.৩৭
২০১৩-১৪*	৬২৪.৫৫	২৭৬.০২	৩৪৮.৫২

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ। * ফেব্রুয়ারি ২০১৪পর্যন্ত।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা কর্তৃক আরোপিত Significant Safety Concern প্রত্যাহারে সরকার সফল হয়েছে। ফলে বাংলাদেশি নতুন এয়ারলাইন্স নির্বিঘ্নে দেশের বাইরে যে কোন গন্তব্যে চলাচল করতে পারবে। আন্তর্জাতিক রুটে চলাচলের জন্য বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ রিজেন্ট এয়ারওয়েজকে গত বৎসর Air Operator Certificate প্রদান করে এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রুটে ফ্লাইট পরিচালনার জন্য নোভো-এয়ারকে অনাপত্তি সনদ প্রদান করে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্বিশ্বের সাথে আকাশ পথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহণ ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আকাশ পথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং সীমিত সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে এবং এর মূল নেটওয়ার্ক বজায় রেখেছে। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে অভ্যন্তরীণ ২টি এবং আন্তর্জাতিক ১৮টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে বিমান সার্কভুক্ত দেশে ৩টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ৫টি, মধ্যপ্রাচ্যে ৮টি এবং ইউরোপে ২টি গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। সারণি ১১.১৬ তে ২০০০-০১ হতে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৬: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা(+)/ লোকসান(-)
২০০০-০১	১৭৩৫.৫০	১৮২৮.৫৬	-৯৩.০৬
২০০১-০২	১৮৫৮.৮৩	১৯৩২.৫৫	-৭৩.৭৩
২০০২-০৩	১৯১৮.৬০	১৯৬২.৮৯	-৪৪.২৮
২০০৩-০৪	২২১৩.৬৩	২১৭৯.৪৬	৩৪.১৭
২০০৪-০৫	২৪৫৩.৭৯	২৬৪৫.৪৫	-১৯১.৬১
২০০৫-০৬	২৬৫৩.৭৩	৩১০৮.৪৪	-৪৫৪.৭১
২০০৬-০৭	২৪৬৩.৬৭	২৭৩৫.৮৪	-২৭২.১০
২০০৭-০৮	২৯৭৯.৪৩	২৯৭৩.৫২	৫.৯১
২০০৮-০৯	৩,০৩৯.৭০	৩,০২৪.১২	১৫.৫৮
২০০৯-১০	২৯৪৩.৬২	৩০২৩.৭৬	-৮০.১৪
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৪	৩৫৪৩.৪৩	-১৯৯.৪৯
২০১১-১২	৩৭৮৯.৫১	৪৩৯৫.৪৬	-৬০৬.৯৫
২০১২-১৩	৩৯৫৯.২০	৪১৫০.৭৮	-১৯১.৫৯

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

বর্তমান বিমান বহরে মোট ৭টি উড়োজাহাজ রয়েছে, এর মধ্যে একটি বি৭৪৭-৪০০, ৩টি ৭৭৭-৩০০ইআর, ২টি এয়ার বাস ৩১০-৩০০, ২টি বি৭৩৭-৮০০। বাংলাদেশ বিমান যাত্রী পরিবহণ সংকট উত্তরণ এবং বিমান বহর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে নতুন প্রজন্মের ১০ টি উড়োজাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে বিমান ও উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং কোম্পানির মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। উল্লেখ্য ১০টি বিমানের প্রথম চালান ৪টি ৭৭৭-৩০০ ইআর ইতোমধ্যে সংগৃহীত হয়েছে। বোয়িং কোম্পানী অবশিষ্ট ৪টি ৭৮৭-৮ উড়োজাহাজ ২০১৯/২০২০ সালে এবং ২টি ৭৩৭-৮০০ উড়োজাহাজ ২০১৫ সালে বিমানের নিকট হস্তান্তর করবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়াও তথ্যের দ্রুত আদান প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের প্রতিটি স্তরেই টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে। দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড-এর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ২,১৮৬.১৭ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১,৯১১.২৬ কোটি টাকা, ২০১২-১৩ অর্থবছরে রাজস্ব আয় হয়েছে ১,৩৪৯.৫১ কোটি টাকা এবং ব্যয় হয়েছে ১,৭৪৯.৫১ কোটি টাকা। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) সেবা প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে থাকে। ২০০১-০২ অর্থবছর হতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে বিটিসিএল-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, আদায়, রাজস্ব ব্যয়ের বিবরণ নিম্নের সারণি ১১.১৭ তে উপস্থাপন করা হলোঃ

সারণি ১১.১৭: বিটিসিএল-এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা, রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আদায়	ব্যয়
২০০১-০২	১৬০৩.০০	১৫৮৩.০৫	৪৬৩.৫৪
২০০২-০৩	১৬০২.১৫	১৫৪৪.৮০	৫৮৮.৪৩
২০০৩-০৪	১৭০২.০০	১৫৩১.১৫	৬০৯.০২
২০০৪-০৫	১৬৫০.০০	১৪২৪.৭৮	৮১৮.৯২
২০০৫-০৬	১৭৭২.০০	১৩১৬.২৮	৮২৪.৫৬
২০০৬-০৭	১৯০৩.৪৭	১৬৬৬.৭১	৯২৮.৫১
২০০৭-০৮	১৯২৭.০০	১৫৬৫.৩৩	১৭৫৪.৯১
২০০৮-০৯	১৫০০.০০	১৭১৯.৬৮	১৬২১.৭৭
২০০৯-১০	১৫৮৩.২৪	১২৪০.৫০	১৩৪২.৭৩
২০১০-১১	১৫৬৬.৪৮	১৬৪০.৪৩	১৬৭৫.৮৫
২০১১-১২	১৭৬০.৬৬	২১৮৬.১৭	১৯১১.২৬
২০১২-১৩	২৪৯৮.০৫	১৩৪৯.৫১	১৭৪৯.৪৭

উৎসঃ বিটিসিএল, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

২০১২-১৩ অর্থবছরের সমাপ্তিতে বিটিসিএল এর টেলিফোন ক্যাপাসিটি সারাদেশে ছিল ১৪.৭২ লাখ এবং গ্রাহক সংযোগ ছিল ৯.০৩ লাখ। একই সময়ে ৪৫টি জেলায় ১২৮ কেবিপিএস থেকে ২ এমবিপিএস গতির এডিএসএল ইন্টারনেটের ক্যাপাসিটি ছিল ৪৭ হাজার এবং গ্রাহক সংযোগ ছিল ১৩ হাজার। সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে বিটিসিএল ২.৭৯ গিগাবাইট/সেকেন্ড ব্যান্ডউইথ ভয়েসের জন্য ও ৭.৫ গিগাবাইট/সেকেন্ড ব্যান্ডউইথ ডাটার জন্য ক্রয় করে থাকে, যার পুরোটাই ব্যবহৃত হয়। এছাড়া স্যাটেলাইট থেকে ভয়েসের জন্য ১৯৪ মেগাবাইট/সেকেন্ড ও ডাটার জন্য ৭২ মেগাবাইট ব্যান্ডউইথ ক্রয় করে, যা মূলত জরুরি প্রয়োজনের সময় ব্যবহৃত হয়।সারা দেশে বিস্তৃত বিটিসিএল এর প্রায় ৫,০০০ কিলোমিটার অপটিকাল ফাইবার উচ্চগতির যোগাযোগ নিশ্চিত করেছে। ১০০০ টি ইউনিয়নে অপটিকাল ফাইবার কেবল নেটওয়ার্ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকমিশন (বিটিআরসি)

সরকার ১৯৯৮ সালে টেলিকমিউনিকেশন পলিসি তৈরী করে। সে সময় থেকে পরবর্তী ১০ বৎসরে টেলিফোনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি ১০০ জনের জন্য ১০টি টেলিফোন ধরা হয়েছিল। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পর টেলিকম সেক্টরকে উদারীকরণের ফলে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি হয়। বিটিআরসি টেলিডেনসিটি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। এখন প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়ে ট্যারিফের হারও ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে বাংলাদেশে টেলিফোন ব্যবহারকারী বিশেষ করে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ধারণার চাইতে অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। জানুয়ারি ২০১৪-এ এ সংখ্যা ১১ কোটি অতিক্রম করেছে। সারণি ১১.১৯ এ ২০০৭ থেকে জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, মোট গ্রাহক, গ্রাহক বৃদ্ধির হার, ইন্টারনেট ইউজার, টেলিঘনত্ব ইত্যাদি দেখানো হ'লঃ

সারণি ১১.১৮: মোবাইল ও ফিক্সড ফোনের গ্রাহক সংখ্যা, বৃদ্ধির হার ও টেলিঘনত্বের বিবরণ

গ্রাহক শ্রেণি, প্রবৃদ্ধি, টেলিঘনত্ব	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪*
মোবাইল গ্রাহক (কোটি)	৩.৪৪	৪.৪৬	৫.২৪	৬.৮৭	৭.৩০	৮.৬৬	৯.৭৪	১১.৪৮
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১২	০.১৩	০.১৭	০.১৭	০.১৭	০.১০	০.১০	০.১১
মোট গ্রাহক (কোটি)	৩.৫৬	৪.০২	৪.৭১	৫.৬৪	৭.৪৭	৮.৭৬	৯.৮৪	১১.৫৯
ইন্টারনেট ইউজার (কোটি)	-	-	-	-	-	২.৮৪	৩.১০	৩.৫৫
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	২৪.৭১	২৭.৯১	৩১.৯৫	৩৮.০৫	৪৪.৬	৬০.৯	৬৩.৯১	৭৬.৪৪

সূত্রঃ বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণকমিশন। *জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিঃ (বিএসসিসিএল)

বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি কোম্পানি যেটি SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সাবমেরিন কেবল্ ব্যান্ডউইড্থ সেবা প্রদান করছে এবং বাংলাদেশের সরকারের রাজস্ব আয়ে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল্ কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) একটি উদীয়মান পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। এ সংস্থার ২০১১-১২ অর্থবছরে আয় ছিল ১২৬.১৭ কোটি টাকা যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে দাড়িঁয়েছে ১১২.৬২ কোটি টাকায়।

সারণি ১১.১৯ বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪*
রাজস্ব আদায়	৪৩.৫৯	৬০.৩৩	৮৩.৭৯	১২৬.১৭	১১২.৬২	৫২.৮৮
রাজস্ব ব্যয়	৩২.০৪	২৫.৬৮	৫৩.২৭	৪২.৩০	২৩.১৬	২১.১২
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	১১.৫৫	৩৪.৬৬	৩০.৫১	৮৩.৮৭	৮৯.৪৬	৩১.৭৬

উৎসঃ বিএসসিসিএল *ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত।

ব্যান্ডউইডথ এর ব্যবহার

বর্তমান সরকারের সময়ে সাবমেরিন কেবল্ ব্যান্ডউইড্থের ব্যবহার ৭.৫ Gbps হতে বেড়ে ২৩ Gbps অতিক্রম করেছে। আন্তর্জাতিক সার্কিট বৃদ্ধি, ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলশ্রুতিতে জাতীয় ব্যান্ডউইডথের ব্যবহার (utilization) বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্কিট Provisioning এর ক্ষেত্রে বিএসসিসিএল এর One stop service, সার্কিট চালুকরণের পরে কার্যক্রম ও রক্ষণবেক্ষণ (Operations and Maintenance) এবং উচ্চমানসম্পন্ন গ্রাহক সেবার মাধ্যমে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

আপগ্রেড ৩ এ অংশগ্রহণ

ভবিষ্যতে দেশের ব্যান্ডউইড্থ চাহিদা সামনে রেখে বিএসসিসিএল সরকারের অনুমতিক্রমে কনসোর্টিয়ামের আপগ্রেড-৩ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অতিরিক্ত 6 million MIU*Km ক্যাপাসিটি আনয়নের ব্যবস্থা করেছে। ইতোমধ্যে বিএসসিসিএল আপগ্রেড-৩ তে অংশগ্রহণ করার জন্য ৫০ কোটি টাকা নিজস্ব তহবিল হতে SEA-ME-WE-4 কনসোর্টিয়াম কে প্রদান করেছে। এর ফলে ব্যান্ডউইডথের রিজার্ভ ৪৪.৬০ Gbps হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ Gbps এ উন্নীত হয়েছে।

দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল্

বিএসসিসিএল বাংলাদেশের একমাত্র কোম্পানি যা দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে্ সংযোগের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে এবং SMW-5 সাবমেরিন কেবলে্ সংযুক্ত হলে নিরবিচ্ছিন্নভাবে তথ্য আদান-প্রদান সহজ হবে। বিকল্প সংযোগসহ এই কেবলের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রায় ১৪০০ গিগাবাইট পার সেকেন্ড ব্যান্ডউইড্থ অর্জন করবে এবং নির্মিতব্য সাবমেরিন কেবল্টি ২০১৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল্ ল্যান্ডিং স্টেশন পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় স্থাপন করা হবে।

তথ্য প্রযুক্তি

বর্তমান সরকার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিকে চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করে রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ ছাড়াও জাতিসঙ্ঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (MDG) এর সাথে সংগতিপূর্ণ করে সরকার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ইতোমধ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯ প্রকাশ করা হয়েছে। দশটি মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নীতিমালায় আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ৩০৬টি কর্মপরিকল্পনা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার জন্য সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর মধ্যে বেশ কিছু আশু করণীয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিল পরিশোধ, রেলের টিকেট ক্রয় ও আসন সংক্রান্ত তথ্য, দুর্যোগের আগাম বার্তা এবং চিনি কলের পুর্জির খবর কৃষকের কাছে খুব দ্রুত পৌঁছানো যাচ্ছে। মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষার ফলাফল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করায় শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবদের বিপুল শ্রম, সময় ও অর্থের অপচয় বন্ধ হয়েছে। তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগকে আরোও সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

সমাজের সকল স্তরে ডিজিটাল লিটারেসি বৃদ্ধির মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ, তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের সেবা নিশ্চিতকরণ, তথ্য-প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প ও অর্থনীতির প্রসারের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, জ্ঞান-ভিত্তিক শিল্পে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ই-গভর্নেন্স ও ই-কমার্স প্রবর্তনের মাধ্যমে আধুনিক ও উন্নত ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করার লক্ষ্যে সরকার আইসিটি বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরঃ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বব্যাপী প্রয়োগ ও ব্যবহারে কারিগরি সহায়তা প্রদান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সুবিধাসমুহ প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছানো, অবকাঠামো নিরাপত্তা বিধান, রক্ষণাবেক্ষণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্প্রতি ৬৯২ টি পদ সম্বলিত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর গঠন করা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত আইনঃ তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার রোধে আইসিটি এ্যাক্ট সংশোধন এ সরকারের একটি দৃঢ় পদক্ষেপ। এছাড়া ই-সার্ভিস রুলস ২০১৩, সাইবার সিকিউরিটি গাইডলাইন, তথ্য নিরাপত্তা গাইড লাইন, এবং বৃত্তি ও স্কলারশীপ নীতিমালা-২০১৩ প্রণয়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সাইবার ক্রাইম রোধের লক্ষ্যে

সাইবার ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ ট্রাইবুনালে জেলা জজ-এর সমমর্যাদা সম্পন্ন একজন বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এবং এ আদালতের কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হয়েছে।

লার্নিং এন্ড আর্নিং কর্মসুচিঃ সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের কারণে Online Outsourcing কাজে বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় অবস্থানে উন্নীত হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "লার্নিং এন্ড আর্নিং" কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের ১৩,৪৫৪ জনকে ফ্রিল্যান্সিং এবং গ্রাফিক্স ডিজাইন, ওয়েবপেইজ ডিজাইন ও সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। এতে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর কাজগুলো এখন ঘরে বসেই করা সম্ভব হচ্ছে। কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে মুহুর্তেই একাউন্টে অর্থ পৌঁছে যাচ্ছে। এছাড়া আউটসোসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে আউটসোর্সিং এ আগ্রহী বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনবল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ১৮০.৩৯ কোটি টাকা ব্যয়ে "Learning and Earning Training Program for Freelancing Development Project" শীর্ষক একটি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।

সাসেক প্রকল্পঃ SASEC (South-Asia Sub-regional Economic Co-operation) প্রকল্পের আওতায় ২৫টি উপজেলায় CEC স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সাসেকভুক্ত ০৪টি দেশের (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটান) মধ্যে রিজিওনাল নেটওয়ার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে পঞ্চগড় থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত ৫৮ কিলোমিটার ফাইবার অপটিক কেবল স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় গ্রাম এলাকায় ২৫টি কমিউনিটি ই-সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে।

কন্ট্রোলার অব সার্টিফাইং অথরিটি (সিসিএ)

দেশে ই-কমার্স, ই-লেনদেন, ই-গভর্নেন্স অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে সংযুক্ত অফিস হিসাবে আইসিটি আইন ২০০৯ এর ১৮ নং ধারা মোতাবেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের (Controller of Certifying Authority) কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রবর্তনের ফলে নিম্নলিখিত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবেঃ

- সরকারি দপ্তরসমূহের ডিজিটাল স্বাক্ষর ও ডিজিটাল এনক্রিপশন চালুর মাধ্যমে সরকারি তথ্যসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডিজিটাল তথ্যের নিরাপদ আদান-প্রদান নিশ্চিত করা যাবে।
- ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয়-এর মাধ্যমে দেশে ই-কমার্স, ই-পেমেন্ট, ই-লেনদেন এবং ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তন সহজতর হবে। ই-কমার্স চালুর লক্ষ্যে নিরাপদ পেমেন্ট গেটওয়ে চালু করা সম্ভব হবে।
- ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যক্রম পুরোদমে শুরু হলে সাইবার অপরাধ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)

- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল তথ্য প্রযুক্তিতে দেশকে অগ্রগামী করে তুলতে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ
- ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রমসহ সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার জন্য ডাটা সেন্টার স্থাপন;
- ৩৭২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠা;
- জেলা ই-সেবা কেন্দ্র স্থাপন;
- ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন;

- কম্পিউটারে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণ
- জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রমসহ সরকারের অন্যান্য কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন;
- দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় আইন, বিধি ও নীতিমালা গ্রহণ;
- আইসিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ প্রদানের জন্য কাওরানবাজারস্থ বিডিবিএল ভবনে স্থাপিত আইসিটি ইনকিউবেটরে বর্তমানে ৪৮টি কোম্পানির কার্যক্রম অব্যাহত রাখা;
- সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট কেন্দ্রীয়ভাবে বিসিসি-তে হোস্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- জনতা টাওয়ারে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রক-এর কার্যালয় স্থাপন;
- মহাখালীস্থ দেশের সকল বিভাগীয় শহরে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- মোবাইল ফোনের জন্য বাংলা কী-প্যাড বাংলাদেশ মান BDS 1834:2011 প্রণয়ন।

বিসিসি কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প

ডেভেলপমেন্ট অব ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা-নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট প্রকল্প

দেশে ই-গভর্নমেন্ট এর সুষ্ঠু এবং সফল বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/জেলা, ঢাকাস্থ ১১৪টি দপ্তর এবং ৬৪টি উপজেলাকে একটি পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যে BanglaGovNet শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ৬৪ টি জেলা আইসিটি সেন্টারে প্রকল্পের ৬৪ জন সহকারী প্রোগ্রামার নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তারা নিজ নিজ জেলায় ই-সার্ভিস, ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল, UISC সহ অন্যান্য ডিজিটাল সেবা প্রদান করে আসছেন। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে দেশের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো ব্যবহার করে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রধান প্রধান দপ্তর/সংস্থা, ৬৪টি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং ন্যূনতম ৬৪টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তরকে একটি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

ইনফোসরকার প্রকল্প

বাংলাগভনেট প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় উপজেলা পর্যায়ে সকল অফিস সমূহকে একই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণের জন্য ২য় ইনফোসরকার প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় ৫৫ টি ও প্রতিটি উপজেলা পর্যায়ে ৩০ টি সরকারি অফিস একই নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। চীন সরকার এ প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে।

বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল শীর্ষক প্রকল্প

বেসিক আইসিটি স্কিল ট্রান্সফার আপটু উপজেলা লেভেল শীর্ষক প্রকল্প জানুয়ারি ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত ল্যাবসমূহে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা /কর্মচারি ও শিক্ষক এবং ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জেলা পর্যায়ের এসব ল্যাব-এ ১ জন করে সহকারি প্রোগ্রামার কর্মরত আছেন।প্রকল্পের আওতায় ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ৭৮৯০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে মাস্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ এবং ১,১২,১৮৯ ছাত্র-ছাত্রীকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

ICT for Growth, Employment and Governance প্রকল্প

দেশে আইসিটি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, ই-গভর্ণেন্স প্রবর্তন এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়নে সহায়তা কল্পে বিশ্ব ব্যাংক এর সহায়তায় “Leveraging ICT for Growth, Employment and Governance” শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১২ হতে জানুয়ারী-২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের আইসিটি শিল্পের জন্য ৩০ হাজার জনবল উন্নয়ন করা হবে।

Capacity Building on ITEE Management প্রকল্প

দেশে আইটি জনবলকে আরও দক্ষ ও উন্নত করার নিমিত্ত আইসিটি শিল্পকে আন্তর্জাতিকমানে উন্নত করার লক্ষ্যে জাপানের IT Engineers Examination (ITEE) এর মাধ্যমে JICA এর আর্থিক ও কারিগরি স্থযোগিতায় "Capacity Building on ITEE (IT Engineers Examination) Management Project" শীর্ষক প্রকল্প ডিসেম্বর ২০১২ থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন এর মাধ্যমে দেশের আইসিটি জনবল আর্ন্তজাতিক মান অর্জন করতে পারবে।

হাই-টেক পার্ক

বিশ্বমানের বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় ২৩১.৬৮ একর জমিতে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে হাই-টেক পার্ক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্কের উন্নয়ন কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার জন্য দুইটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের সহায়তায় 'সাপোর্ট টু হাই-টেক পার্ক অথরিটি টু এস্টাবলিস হাই-টেক পার্ক এ্যাট কালিয়াকৈর, গাজীপুর' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে এবং বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ২৩,৬৯৮.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অফ কালিয়াকৈর হাই-টেক পাক এ্যাট কালিয়াকৈর, গাজীপুর' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কালিয়াকৈর হাই-টেক পার্ক এর অবকাঠামো নির্মাণ চলমান রয়েছে। হাইটেক পার্কের সহায়ক অবকাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে ২৬.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে "Basic Infrastructure for Hi-Tech Park at Kaliakoir, Gazipur (1st phase)" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয় । হাইটেক পার্ক উন্নয়নে বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে সরকার বিশ্বব্যাংক এর সহায়তায় "সাপোর্ট টু ডেভেলপমেন্ট অফ হাই-টেক পার্ক" নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

জনতা টাওয়ার এ সফটওয়্যার পার্ক প্রকল্প

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কাওরান বাজারস্থ জনতা টাওয়ার এ STP প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাহী কমিটির ১৯ মার্চ ২০১৩ তারিখের সিদ্ধান্তের আলোকে জনতা টাওয়ার পরিচালনা সংক্রান্ত Standard Operating Procedure (SOP) এর চিঠি মোতাবেক ১১টি কোম্পানিকে স্পেস বরাদ্দ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান পূর্ণোদ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করছে।

বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ

দেশে বিভাগীয় পর্যায়ে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ঢাকার মহাখালি, খুলনা, রাজশাহী এবং যশোরে একটি করে আইটি ভিলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ডাক বিভাগ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর। ডাক দ্রব্যাদি গ্রহণ, পরিবহণ ও বিলি ডাক বিভাগের মূল কাজ। এই প্রতিষ্ঠানটি সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। ডাক বিভাগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কাছে ন্যূনতম ব্যয়ে নিয়মিত ও দ্রুততার সংগে ডাক সেবা প্রদান করা। ডাক বিভাগের নিজস্ব সেবাসমূহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে বিস্তৃত। এর পাশাপাশি ডাক বিভাগ জনগণের জন্য আরো অনেকগুলো সেবা প্রদান করে। যেমন পার্সেল (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), রেজিস্ট্রেসন, বীমাকৃত দ্রব্যাদি (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক), ভিপিপি, মানি অর্ডার সার্ভিস, জিইপি সার্ভিস, ইএমএস সার্ভিস, ইন্টেল পোস্ট (ফ্যাক্স সার্ভিস), রেজিঃ নিউজ পেপার ও ই-পোস্ট ইত্যাদি।

ডাক বিভাগ নিজস্ব সার্ভিসের পাশাপাশি এজেন্সি সার্ভিসও প্রদান করে থাকে। এজেন্সি সার্ভিসসমূহ সম্পন্ন করার বিনিময়ে ডাক বিভাগ একটি নির্দিষ্ট হারে কমিশন পায়। ডাক বিভাগের এজেন্সি সেবাগুলো হলোঃ ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক (সাধারণ ও মেয়াদি হিসাব), ডাক জীবন বীমা, সঞ্চয়পত্র (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), প্রাইজবন্ড (বিক্রয় ও ভাঙ্গানো), বেতার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, যানবাহন কর আদায় এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন, রাজস্ব স্ট্যাম্প এবং নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প, বিড়ির ব্যান্ডরোল বিক্রয়, অনুমতি আয়কর আদায়, টেলিফোন বিল বিতরণ ও আদায়, সরকারের অ-ডাক বিভাগীয় সকল প্রকার স্ট্যাম্প মুদ্রণ ও বিতরণ।

ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক

২০০৭-০৮ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমার অঙ্ক ছিল প্রায় ৩,৮১৮ কোটি টাকা এবং উত্তোলনের অঙ্ক ছিল প্রায় ৩,৪২৯ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে জমার অঙ্ক প্রায় ৫,০৫৭ কোটি টাকা এবং উত্তোলনের অঙ্ক ছিল প্রায় ৫,৭৭৫ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর'১৩ পর্যন্ত জমার অঙ্ক প্রায় ২,৩০৮ কোটি টাকা এবং উত্তোলিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ২,২২৯ কোটি টাকা।

সঞ্চয় পত্র

২০০৭-০৮ অর্থবছরে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়ের অঙ্ক ছিল প্রায় ২,৮৪৫ কোটি টাকা এবং নগদায়নের অঙ্ক ছিল প্রায় ১,৯১৩ কোটি টাকা। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সঞ্চয় পত্র বিক্রয়ের অঙ্ক ছিল প্রায় ৬,৯৪৮ কোটি টাকা এবং নগদায়নের অঙ্ক ছিল প্রায় ৪,৬৬৮ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ডিসেম্বর'১৩ পর্যন্ত জমার অঙ্ক প্রায় ৩,১১৯ কোটি টাকা এবং নগদায়নের অঙ্ক প্রায় ১,৩০৮ কোটি টাকা।

ইলেকট্রনিক মানি অর্ডার সার্ভিস

ডাক বিভাগের দ্রুততম মানি অর্ডার সার্ভিস ১লা মে ২০১০ হতে এ সার্ভিস সংযোজন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৩৯.০৩ লক্ষ মোবাইল মানি অর্ডার ইস্যু হয়। মানি অর্ডারের টাকার অঙ্ক ২,১৬১.৪৯ কোটি টাকা এবং ডাক বিভাগের আয় ছিল ২৬.০০ কোটি টাকা। ২০১৩-১৪ (ফেব্রুয়ারি'১৪ পর্যন্ত) অর্থবছরের ইলেকট্রনিক মনি অর্ডারের সংখ্যা ৯.৭৮ লক্ষ, প্রেরিত টাকার অঙ্ক ৭৮৬.০৩ কোটি টাকা। কমিশন বাবদ ডাক বিভাগের আয় ৮.৯৪ কোটি টাকা। এ খাতে আয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উক্ত ইলেকট্রনিক সেবা চালু করার ফলে ডাক বিভাগের প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সেবার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ডিজিটাল সেবার সুফল ভোগ করছে।